দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB 01 2002

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

বাংলা একাডেমীর ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার নিন্দা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলা একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল করে ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়ন করায় একাডেমীর পরিষদের ১০ সদস্যসহ বিভিন্ন মহল থেকে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় একাডেমীর সভাপতির পদত্যাগকে যৌক্তিক বলে উল্লেখ করে তাঁরা এর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং নির্ভীক সিদ্ধান্তের জন্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। একই সঙ্গে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে বাংলা একাডেমীর ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি নষ্ট করার অভিযোগ এনে বলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাংলা একাডেমীর স্বায়ত্তশাসনের ওপর গুরুতর হস্তক্ষেপ।

একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের ১০ সদস্য তাঁদের বিবৃতিতে বলেন, ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একাডেমীর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক কমিটি গত ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দুইজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে অমর একুশের গ্রন্থমেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে। বৈঠকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের যে সূচী নির্ধারণ করা হয় তাতে বাংলা একাডেমীর সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী এবং সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী। এছাড়া মহাপরিচালক স্বাগত ভাষণ দেবেন এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির দুইজন প্রতিনিধি বক্তৃতা করবেন। ধন্যবাদ দেবেন গ্রন্থমেলা আয়োজক কমিটির সম্পাদক। অথচ মুদ্রিত অনুষ্ঠানসূচীতে দেখা যায়, সভাপতির কোন স্থান নেই। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মহাপরিচালককে। স্বাগত ভাষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে। সূচী দেখে মনে হয়, সমগ্র অনুষ্ঠানটি যেন মন্ত্রণালয়ের। শুধুমাত্র মঞ্চ ব্যবহার করা হবে বাংলা একাডেমীর। সভাপতির পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল। সভাপতি তাঁর পদ থেকে যথাযথভাবেই পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা সভাপতির গৃহীত পদক্ষেপের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতারা হচ্ছেন, ড.এম আমিনুল ইসলাম, আহমদ রফিক, ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবেদ খান, রামেন্দু মজুমদার, অধ্যাপক সৈয়দ আকরাম হোসেন, অধ্যাপক আবু জাফর মাহমুদ, রিজিয়া রহমান, ড. ইনামুল হক এবং ড. আলী আজগর। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এই ঘটনাকে একুশের চেতনাবিনাশী কাজ বলে উল্লেখ করে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সময় সকলকে কালো ব্যাজ ধারণ করে এর প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানিয়েছে।

সাতসদীয় নেতা অলি আহাদ এক বিবৃতিতে এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে সরকারের উদ্দেশে বলেন, শহীদের রক্তে গড়া বাংলা একাডেমীর ঐতিহ্য রক্ষা করুন। না হলে আপনাদের পূর্বসূরি আউয়ুব, ইয়াহিয়া,মোনায়েম খানের

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

বাংলা একাডেমীর

(১২-এর পাতার পর)

পরিণতি বরণ করতে হবে।

আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ ও কর্মসূচী

এদিকে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের মতবিনিময় আনুষ্ঠানেও বাংলা একাডেমীর ওপর সরকারের হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। সাবেক সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ওয়াহেদুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজ উদদীন আহমেদ, আসাদুজ্জামান নূর এমপি, রামেন্দু মজুমদার, নির্মলেন্দু গুণ, সারা যাকের, চিত্রনায়ক আলমগীর, জামালউদ্দিন হোসেন, লিয়াকত আলী লাকী, মাহমুদ সেলিম, সালাউদ্দিন বাদল, শেখ আবদুল কাদের, মোস্তফা কামাল পাশা, আসলাম সিদ্দির, মোশারফ হোসেন প্রমুখ। আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবদুল মান্নান, আলমগীর কুমকুম, লতিফ সিদ্দিকী, বাহাউদ্দিন নাসিম, এসএম কামাল হোসেন, ইকবালুর রহিম প্রমুখ।